দৈনিক ইত্তেফাক

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

045

08 DEC 1988
তারিখ
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

ভুয়া ভিপিপি চক্রের জালে অনেক স্কুল প্রতারিত

।। নাজীমউদ্দিন মোস্তান ।।

দেশের অনেক হাইস্কুলের নিকট ভিপিপি পাঠাইয়া একদল প্রতারক লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিতেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের নাম ও স্মারক ব্যবহার করিয়া আগামপত্রে ভিপিপি ছাড় করানোর কথা বলা হইতেছে। বাজে কাগজে ভর্তি প্যাকেট গ্রহণ করিয়া শিক্ষকরা কী করিবেন, বুঝিতে পারিতেছেন না।

ঢাকার মীরপুরে ১২ নম্বর হরিরামপুরে এক রহস্যজনক ঠিকানা হইতে একজন এম কামরুল হাসান

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

ভুয়া ভিপিপি

(১ম পৃঃ পর)

পরিচালক আইডিএ (উন্নয়ন) সাজিয়া এই ভিপিপি'র টাকা গ্রহণ করিতেছেন। ডাক বিভাগের মাধ্যমে প্রতারকদের হাতে টাকা পৌঁছিতেছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় ঠিকানা বা অফিস নাই। মীরপুর পুলিশ গতকাল জানান, ঠিকানায় বর্ণিত স্থানটি থানার দুই মাইলের মধ্যে। দেশের শতকরা ২৫ ভাগ সরকারী ও বেসরকারী হাইস্কুলকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। সাতক্ষীরা উপজেলায় ২৩টি হাইস্কুলের মধ্যে ৬টি স্কুলে প্রথমে প্রতারক দলের 'অফিসিয়াল পত্র' ও পর পরই ফালতু কাগজের ভদ্রমোড়ক পৌঁছিতেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরীক্ষা ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শেরেবাংলা-নগর, ঢাকা-৭-এর শিরোনাম ও গোলসীলমোহর ব্যবহার করিয়া উপ-মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন বিভাগ-এর নামে একজন এম কামরুল হাসান স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সম্বোধন করিয়া এ পত্র পাঠান।

প্রতারণার পত্রটির স্টাইল আধুনিক ও অফিসিয়াল: "এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, ১৯৮৫-৯০ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক (চলতি) পরিকল্পনায় দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যায়তনগুলির (সরকারী বা বেসরকারী) শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নমুখী, বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য সরকার এক ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনার আওতাধীনে আপনার বিদ্যালয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে জাতিসংঘের শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থা ইউনেস্কো বাংলাদেশ সরকারকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। উল্লেখ্য, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত জরুরী ভিত্তিতে সম্প্রতি মন্ত্রী পরিষদে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে। তাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত স্মারকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য একটি ভিপিপি আপনার নিকট প্রেরণ করা হইল। উক্ত ভিপিপিটি গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য আপনাকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে। উল্লেখ্য "কোনমতেই ভিপিপিটি পুনরায় পাঠানো হইবেনা এবং বিলম্বে গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।"

এ পত্র পাইবার পরই ভিপিপি হাজির হয়। ঢাকা হইতে ২৪/১১/৮৮ তে প্রেরিত ভিপিপি ৪ঠা ডিসেম্বর ঝড়বিধ্বস্ত তালায় পৌঁছে। শিক্ষকরা স্কুলের ভবিষ্যতের আশায় ২২৭ টাকা গচ্ছা দিয়া যে প্যাকেট পান, উহাতে সরকারী ল্যাবোরেটারী স্কুলের শিক্ষক মীর আবুল হাসানের মত কোন শিক্ষকের প্রণীত দশম শ্রেণীর ইংরাজী প্রথমপত্রের ১৮ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রশ্নোত্তরের সাইক্লোস্টাইল কপি বা এমন কিছু থাকে। শিক্ষকরা খুলিয়া বুঝিতে পারেন, তাহারা প্রতারিত হইয়াছেন। প্রতারিত শিক্ষকরা ঢাকায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষা দফতরে গিয়া অভিযোগ করিতেছেন।

সরকার ও মন্ত্রণালয়ের নামে প্রকাশ্যে, ডাক বিভাগের চ্যানেল ব্যবহার করিয়া প্রতারণা চলিতেছে। ইহা উদঘাটনের জন্য কিংবা প্রতারণা রোধের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

ডাক বিভাগীয় কর্মকর্তা জানান, ডাকপিয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে চিনে কিংবা স্থানীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাহাকে সনাক্ত করিতে পারে—কেবল এই শর্তেই ভিপিপি'র অর্থ বিলি করার নিয়ম। এ ধরনের ভিপিপিতে জনগণ প্রতারিত হইলে ডাক বিভাগ কী করিতে পারে, এ প্রশ্নের জবাবে ঢাকার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল জয়নুল আবেদীন গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, যাহার নামে এই অর্থ প্রেরিত ও বিলি হইয়াছে, তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেলে টাকা উসুল করিয়া ফিরতি মনি-অর্ডারে স্কুলের নামে ফেরত পাঠানো সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের যৌথ সমন্বিত প্রচেষ্টায় অপরাধী পাকড়াও, অর্থ উদ্ধার ও উহা উল্টো দিকে বিলি করার জন্য ডাক বিভাগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতে হইবে।

ঢাকার জিপিও ইতিপূর্বে ভুয়া প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ চিঠি বিলি বন্ধ করিয়া পুলিশকে খবর দিয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে প্রতারিত ব্যক্তিদের থানায় এজাহার দিয়া ডাক বিভাগকে জানাইতে হয়।